চার দিন ধরে ভাঙা গাংনীর ভবানীপুর-বেতবাড়ীয়া সড়ক

টানা বৃষ্টিতে চার থেকে পাঁচ দিন আগে ভেঙে যায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর থেকে বেতবাড়ীয়া সড়কটি। সীমাহীন দুর্ভোগ নিয়ে যাতায়াত করছে সাধারণ মানুষ। চলাচল করতে পারছে না ভারী যানবাহন।

তবে এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ মেরামতের কাজ শুরু করেনি। এতে স্থানীয় জনগণ, পথচারী ও যানবাহন চালকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, চরম কষ্ট ও দুর্ভোগ নিয়ে মানুষ চলাচল করছে। তবে ভারী যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, টানা বৃষ্টিতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর-বেতবাড়ীয়া রাস্তাটি চার-পাঁচ দিন আগে ভেঙে চলাচলের একেবারে অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। চরম দুর্ভোগ আর কষ্ট নিয়ে কোনো রকমে মানুষ চলাচল করছে। ভারী যানবাহন তো দূরের কথা, মোটরসাইকেল ও অটো নিয়েও চলাচল করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

স্থানীয় বাসিন্দা ফিরোজ আহমেদ বলেন, “টানা বৃষ্টিতে রাস্তা একেবারে ভেঙে গেছে। মানুষ যানবাহন নিয়ে চলাচল করতে পারছে না। রাস্তাটি চার-পাঁচ দিন আগে ভাঙলেও এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে মেরামতের কোনো উদ্যোগ নিতে দেখলাম না, অথচ এই রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন পর্যন্ত কাজ শুরু না হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক।”

তিনি আরও বলেন, “আরেকটু ভারী বৃষ্টি হলে রাস্তাটি ভেঙে দুভাগ হয়ে যাবে। মানুষ চরম আতঙ্ক নিয়েই চলাচল করছে। রাতে যাতায়াতের সময় মানুষ সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি, অনতিবিলম্বে যেন কাজটি শুরু করা হয়।”

অটোচালক আলামিন হোসেন বলেন, “চার থেকে পাঁচ দিন আগে রাস্তাটি ভেঙে গেলেও এখনো কোনো সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মানুষ যে কত কষ্ট করে যাতায়াত করছে, তা বলে বোঝানো সম্ভব না। জনপ্রতিনিধিরা কেন এখনো উদ্যোগ নিয়ে কাজটি করলেন না, তা বুঝে আসে না। রাত হলে এই রাস্তাটি বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগেই রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করা দরকার।”

পথচারী ফজলুর রহমান বলেন, “রাস্তাটি ভেঙে গেলেও কর্তৃপক্ষের তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, অতি দ্রুত বিষয়টি সমাধান করুন।”

কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. মতিয়ার মোল্লা বলেন, “গত বছরও এখানে রাস্তাটি ভেঙে গিয়েছিল, এবারও একই জায়গায় ভেঙেছে। রাস্তায় প্যালাসাইডিং না করলে এটি বারবার ভাঙবে। কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, প্যালাসাইডিং দিয়ে অতি দ্রুত রাস্তাটি মেরামত করুন।”

কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আলম হোসাইন বলেন, “আমরা রাস্তাটি মেরামতের জন্য কয়েকবার উদ্যোগ নিলেও বৃষ্টির কারণে কাজ করতে পারিনি। আশা করছি আগামীকাল কাজ শুরু করব। তাছাড়া জনদুর্ভোগ কমাতে অতি দ্রুত কাজটি করার জন্য সংসদ সদস্য মহোদয়ের নির্দেশনা রয়েছে।”

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, “ভবানীপুর-বেতবাড়ীয়ার ভাঙা রাস্তাটি আমরা সরেজমিন পরিদর্শন করেছি। জনদুর্ভোগের কথা চিন্তা করে দ্রুত মেরামতের কাজ শুরু করা হবে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন বলেন, “সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে কথা বলেছি, অতি দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে।”

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মো. নাজমুল হুদা বলেন, “সংবাদমাধ্যম ও স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, রাস্তাটি নিয়ে মানুষ চরম দুর্ভোগে রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে কথা হয়েছে। আশা করছি, অতি দ্রুত মেরামতের কাজ শুরু হবে।”

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নেতা তামিমকে দেখতে গেলেন এমপি তাজউদ্দিন খান

ক্যান্সারে আক্রান্ত এনসিপি নেতা তামিমের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে তাঁর বাসভবনে গেছেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. তাজউদ্দিন খান।

বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) বাদ আসর তিনি তামিমের বাসভবনে উপস্থিত হয়ে তাঁর চিকিৎসার সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। এ সময় তিনি অসুস্থ তামিমের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের প্রতি সমবেদনা ও সাহস জোগান।

এমপি তাজউদ্দিন খান ক্যান্সারে আক্রান্ত তামিমের দ্রুত সুস্থতা ও আরোগ্য কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এ সময় মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. ইকবাল হোসাইন এবং পেশাজীবী সংগঠনের জেলা দায়িত্বশীল মো. আল আমিন ইসলাম বকুল উপস্থিত ছিলেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল দশায় মুজিবনগরের শিবপুর কমিউনিটি ক্লিনিক, দুর্ভোগে মা ও শিশু

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত শিবপুর কমিউনিটি ক্লিনিকটি অবকাঠামোগত সংকট ও বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে চরম দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী, নবজাতক শিশু এবং সাধারণ রোগীদের যাতায়াতে প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাতে

হচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ক্লিনিকটির কোনো সীমানা প্রাচীর নেই। ক্লিনিক চত্বরে একটি ইটের স্তুপ ও এক গৃহস্থের গোলাবাড়ি থাকায় প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য দুটিই ব্যাহত হচ্ছে।

ক্লিনিকটির পাশে একটি মাদ্রাসা, অদূরে বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিবপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সড়কের অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। ক্লিনিকের পশ্চিম পাশে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসলেও হাটের স্থানটি প্রায়ই জলমগ্ন থাকে। এছাড়া ক্লিনিক থেকে পূর্ব দিকে শিবপুর বড় মসজিদমুখী এইচবিবি সড়কটি ভাঙাচোরা এবং বিশ্বনাথপুরমুখী সড়কটি বৃষ্টি হলে পানি ও কাদায় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফলে ক্লিনিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

শিবপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) আসমা খাতুন বলেন, “ক্লিনিকের অরক্ষিত পরিবেশ এবং বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। প্রতিদিন চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের, বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও শিশুদের, দুর্ভোগ দেখে খারাপ লাগে।”

এলাকাবাসীর দাবি, গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন এবং নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে শিবপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের পাশাপাশি আশপাশের সড়ক দ্রুত সংস্কারে উপজেলা প্রশাসনের জরুরি উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্ধোধন

“বৃক্ষ রোপণে সাজাই দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৬ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে র্যালিটি বের হয়। জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের নেতৃত্বে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালিতে অংশ নেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সামাজিক বন বিভাগ কুষ্টিয়ার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. রেজাউল আলম, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জেল হোসেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা শায়খুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, মেহেরপুর জেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, বন কর্মকর্তা এইচ. টি. হামিম, জেলা জাসাসের আহ্বায়ক বাকা বিল্লাহসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

র্যালি শেষে বক্তারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, বনায়ন সম্প্রসারণ এবং দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করতে সবাইকে বেশি বেশি গাছ লাগানো ও পরিচর্যার আহ্বান জানান। পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মেহেরপুর পৌরসভার ঘোষণা: ময়লা ফেললে জরিমানা, গরু না নিলে নিলাম

মেহেরপুর পৌর শহর পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব ও দুর্ঘটনামুক্ত রাখতে একাধিক নির্দেশনা জারি করেছে মেহেরপুর পৌরসভা। পৌর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের বাইরে বা যত্রতত্র ময়লা-

আবর্জনা ফেললে জরিমানাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

একই সঙ্গে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো আটক বেওয়ারিশ গরুর প্রকৃত মালিকদের সাত দিনের মধ্যে জরিমানা দিয়ে গরু ছাড়িয়ে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

পৌরসভার প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে ভোর ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সড়কে কোনো ধরনের ময়লা-আবর্জনা ফেলা যাবে না। নির্ধারিত স্থানে এবং নির্ধারিত সময় মেনে বর্জ্য ফেলার জন্য পৌরবাসীর প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নির্ধারিত সময়ের বাইরে কিংবা যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেললে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে জরিমানাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অন্যদিকে, শহরের পরিবেশ দূষণ ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে রাস্তায় চলাচলরত কয়েকটি বেওয়ারিশ গরু আটক করেছে পৌরসভা। প্রকৃত মালিককে মালিকানার প্রমাণ দেখিয়ে নির্ধারিত জরিমানা পরিশোধের মাধ্যমে পশুপালন নিয়ন্ত্রণে খোঁয়াড় সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী আগামী সাত দিনের মধ্যে পৌরসভা থেকে গরু ছাড়িয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পৌর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গরু গ্রহণ না করলে সেগুলো প্রকাশ্যে নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে কোনো আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ৩ নম্বর বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ক্লাব ও ওয়ার্ড পর্যায়ে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অর্থায়নে যুবসমাজকে খেলাধুলায় উৎসাহিত করা এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের তরুণদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (প্যানেল চেয়ারম্যান) সোহরাব হোসেন।

এ সময় পরিষদের ওয়ার্ড সদস্যরা, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও ওয়ার্ড পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্তদের হাতে ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাটসহ বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, “তরুণ সমাজকে মাদক, আসক্তি ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ এলাকায় খেলাধুলার চর্চা বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

উপস্থিত শিক্ষক ও ক্লাব প্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদের এ জনকল্যাণমূলক ও তরুণবান্ধব উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

গাংনীতে র্যাবের অভিযানে জুয়ার এজেন্ট আটক, ল্যাপটপ-স্মার্টফোন জব্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মো. আরিফুল ইসলাম (৩৫) নামের

এক ব্যক্তিকে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১২।

বুধবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নওপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়।

এ সময় তার কাছ থেকে অনলাইন জুয়া পরিচালনায় ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, দুটি স্মার্টফোন, চারটি সিমকার্ড এবং নগদ ১ হাজার ৯৭০ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার, পিপিএম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

র্যাব জানায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ওয়ান এক্স বেট, ওয়ান এক্স পার্টনারস, মেইলবেট এর মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন প্রলোভনমূলক প্রচারণা ও রেফারেল লিংকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অনলাইন জুয়ায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

র্যাব আরও জানায়, অভিযান চলাকালে তার শয়নকক্ষ থেকে জুয়ার কাজে ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, দুটি স্মার্টফোন, চারটি সিমকার্ড এবং নগদ ১ হাজার ৯৭০ টাকা জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অনলাইন জুয়া পরিচালনার বিষয়টি স্বীকার করেছেন বলে র্যাব দাবি করেছে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬-এর ১৬, ১৭, ১৯(১) ও ২৫ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অনলাইন জুয়াসহ সব ধরনের অপরাধ দমনে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতে তা আরও জোরদার করা হবে র্যাব বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

হাসপাতালে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নারী চোর চক্রের ছয় সদস্য আটক হওয়ার ঘটনা শুধু একটি বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়; এটি সরকারি হাসপাতালগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতারই একটি স্পষ্ট প্রতিফলন।

যেখানে মানুষ অসুস্থতা নিয়ে চিকিৎসার আশায় আসে, সেখানে যদি নিজের টাকা, মোবাইল কিংবা মূল্যবান জিনিসপত্রের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বিগ্ন থাকতে হয়, তবে তা অত্যন্ত দুঃখজনক।

হাসপাতালে প্রতিদিন শত শত রোগী ও তাদের স্বজনের সমাগম ঘটে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সংঘবদ্ধ চোর চক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় থাকলেও তা নজর এড়িয়ে গেছে। সর্বশেষ সচেতন রোগী ও উপস্থিত মানুষের তৎপরতায় চক্রটির কয়েকজন সদস্য আটক হলেও প্রশ্ন থেকে যায়—এর আগে যারা ক্ষতির শিকার হয়েছেন, তাদের দায় কে নেবে? একই সঙ্গে এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তাও গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা প্রয়োজন।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কেবল পুলিশ বা আনসার সদস্যদের দায়িত্ব নয়; হাসপাতাল প্রশাসনকেও আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, নিয়মিত মনিটরিং, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর নজরদারি এবং নিরাপত্তাকর্মীদের প্রশিক্ষণ বাড়ানো জরুরি।

পাশাপাশি রোগী ও স্বজনদেরও মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণে সচেতন করতে মাইকিং, ডিজিটাল ডিসপ্লে বা সতর্কতামূলক নোটিশের ব্যবস্থা করা উচিত।

এই ঘটনার দ্রুত আইনগত নিষ্পত্তি এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে কোনো অপরাধচক্র হাসপাতালকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করার সাহস না পায়।

হাসপাতাল মানুষের চিকিৎসা ও আশ্রয়ের জায়গা—ভয়, অনিরাপত্তা কিংবা অপরাধের নয়। তাই সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগেই হাসপাতালকে রোগীবান্ধব, নিরাপদ ও আস্থার পরিবেশে পরিণত করতে

হবে। কারণ নিরাপদ হাসপাতালই উন্নত স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম পূর্বশর্ত।

ইমা-রুবেল দম্পতির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার মামলায় মেহেরপুরের তানিশা ইয়াসমিন ইমা ও তার স্বামী রুবেল শেখের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোছা. তানিয়া খাতুন এ আদেশ দেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট রোকেয়া খাতুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত ১৫ এপ্রিল রেহেনা খাতুন মেহেরপুর সদর আমলি আদালতে হাজির হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর-৩৭৩/২০২৬। মামলাটি আমলে নিয়ে বিচারক আসামিদের আগামী ৬ জুলাই আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেন।

আসামিরা হলেন, মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার বাসিন্দা রুবেল শেখ ও তার স্ত্রী তানিশা ইয়াসমিন ইমা।

মামলার এজাহারে বাদীর অভিযোগে বলা হয়েছে, আসামিদের ব্যবসার জন্য টাকার প্রয়োজন হলে তারা বাদীর কাছে ঋণ চান। সরল বিশ্বাসে বাদী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ২০২৫ সালের ৯ নভেম্বর নগদ ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা দেন। আসামিরা ৯০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। পাশাপাশি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, মেহেরপুর শাখার ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকার একটি চেক (চেক নং- FSIB MSO D-6453786, হিসাব নং- 021912200007019) প্রদান করেন।

পরবর্তীতে নির্ধারিত সময় শেষে চেকটি ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক জানায়, হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা নেই। এছাড়া চেকের হিসাব সম্পর্কেও

জটিলতার কথা উল্লেখ করে চেকটি ফেরত দেওয়া হয়।

এরপর বাদী একাধিকবার আসামিদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা বিভিন্ন অজুহাতে সময়ক্ষেপণ করেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ পাওনা টাকা চাইতে গেলে আসামিরা টাকা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানান এবং পুনরায় টাকা চাইতে গেলে হত্যার হুমকি দেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।